তিন মাসে ষাঁড় হৃষ্টপুষ্ট করি
অল্প সময়ে বেশী লাভ ঘরে তুলি

CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

M4C
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

যা যা শিখবো

- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কি ? বাধা এবং সুযোগ সমূহ
- হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ব্যবসাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
- চর উপযোগী জাত, বাসস্থান, ষাঁড় ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয় সমূহ
- ষাড়ের ওজন নিরুপণ,কৃমিমুক্তকরণ, টিকা প্রদান, খাবার এবং রোগ ব্যবস্থাপনা
- গরু বাজারজাতকরণের প্রস্তুতি, ব্যয় আয়ের হিসাব এবং চুক্তির কার্যক্রমে দায়িত্ব ও লাভ
- নেপিয়ার ও জাম্বু ঘাস চাষ প্রণালী
- গরু হৃষ্ঠপুষ্টকরণে নারীর ভূমিকা, আপদ-দূর্যোগ, বিশেষ-সতর্কতা, কর্মসংস্থান তৈরী ও দ্বন্দ্ব নিরসন

CDRC Chars Development Research Centre | RDA

m4c MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

০১

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কি ?

ইহা এমন একটি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা, যা প্রয়োগ করে হৃষ্টপুষ্ট উপযোগী শুকনো ষাঁড়কে একটি নির্দিষ্ট সময়, সঠিক এবং পরিমাণ মত খাবার সরবরাহ করে, সঠিক চিকিৎসা-সেবা নিশ্চিত করে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট করা যায়

চর এলাকায় গরু হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য বাধা সমূহ

- উন্নত জাতের অভাব
- খোলা মেলা, উঁচু ও পরিস্কার-পরিছন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকা
- সুষম / দানাদার খাবারের অভাব/ সরবরাহ না থাকা
- গরুকে কৃমিমুক্তকরণ, সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান ও সঠিক চিকিৎসাসেবা না থাকা
- গরুকে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করানো
- হৃষ্টপুষ্টকরণ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞানের অভাব
- নিয়মিত গরুর বাজার মুল্য সর্ম্পকে অবগত না হওয়া এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য হওয়ার পর্বেই গরু বিক্রি করে দেওয়া ।

CDRC Chars Development Research Centre | RDA

m4c MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

০২ চর এলাকায় গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য বাধা সমূহ

CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

M4C
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

০৩ চর এলাকায় গরু হৃষ্টপুষ্ট করণের সুবিধা

- স্বল্প সময়, কম খরচে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়
- চরে উন্মুক্ত চারণ ভূমি এবং পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়
- চরে গরু লালন পালনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে
- চরের নারীদের গরু লালন পালনে আগ্রহ আছে
- শ্রম খরচ কম এবং অল্প পুঁজিতে ব্যবসা করা যায়
- চর এবং চর নিকটবর্তী হাটে হৃষ্টপুষ্ট উপযোগি জাত পাওয়া যায় এবং সারা বছর ব্যাপী মাংসের চাহিদা ও ভালো দাম থাকে
- চরে প্রাণী সেবাদানকারী (এল এস পি) আছে

০৪ চর এলাকায় গরু হৃষ্টপুষ্ট করণের সুযোগ

CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

m4c
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

০৫

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ব্যবসা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

- ভালো বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চর উপযোগী দেশীয় উন্নত জাত বা শংকর (ক্রস)/ জাতের গরু নির্বাচন
- খোলা মেলা, উঁচু ও পরিস্কার-পরিছন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা করা
- নিয়মিত গরুকে কৃমিমুক্ত করা এবং সংক্রামক রোগের টিকা প্রদান করা
- গরুর ওজন অনুযায়ী সুষম ও পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করা
- ২৪ ঘন্টা গরুর সামনে পরিস্কার পানি রাখা এবং দিনে ৩-৪ বার পানি পরিবর্তন করে দেওয়া
- পাত্রে/চাড়িতে সবসময় খাবার সরবরাহ করা (১টি গরুর জন্য ২টি চাড়ি)
- গরুকে প্রতিদিন নিরাপদে নদী, পুকুর, খালে না নামিয়ে বালতি কিংবা কলসিতে পানি এনে বাড়িতে গোসল করানো

০৬ হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য চর উপযোগি জাত

শাহিওয়াল

হলেষ্টেন-ফ্রিজিয়ান

দেশিক্রস

হরিয়ানা

CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

m4c
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

০৭ হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ব্যবসাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

- গরুকে হাটাচলা, শারীরিক পরিশ্রম না করানো এবং দীর্ঘ সময় রোদে ও খোলামাঠে না রাখা
- ১৫ দিন পর পর দৈহিক ওজন নেয়া এবং মাংস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারন করা
- নিয়মিত গরুর বাজার মূল্য সর্ম্পকে অবগত হওয়া এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য পেলে গরু বিক্রি করে দেওয়া
- যে কোন রোগ হলে দ্রুত অভিজ্ঞ প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করানো, নিয়মিত খাদ্যবিক্রেতা ও পাইকারের সাথে যোগাযোগ রাখা

ব্যবসাভিত্তিক মোটা-তাজাকরণের সময়

মোটাতাজাকরণ চক্র	সময়
১ম চক্র	জানুয়ারী/ ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল/ মে
২য় চক্র	এপ্রিল/ মে থেকে জুলাই/ আগষ্ট
৩য় চক্র	আগষ্ট/সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী/ ফেব্রুয়ারী

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ব্যবসাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা

০৯

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ষাঁড় ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- জাবর কাটবে
- পারিপার্শিক অবস্থা প্রতি সজাগ থাকবে এবং স্বাভাবিক ভাবে নড়াচড়া করবে
- নাক, মুখ, চোখ, কান পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকবে
- শরীরের লোম মসৃণ ও চকচকে থাকবে
- নাকের উপরে মাজলে বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকবে
- কান ও লেজ নড়াচড়া করে মশা-মাছি তাড়াবে
- স্বাভাবিকভাবে খাওয়া-দাওয়া করবে
- পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে
- মল-মূত্র স্বাভাবিক থাকবে
- রোগমুক্ত ষাঁড়ের, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে (১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট)

১০ হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ষাঁড় ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১১ ৩-৪ মাসে ব্যবসায়িক ভাবে হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য গরু বাছাইকরণ

- দেশীয় উন্নত জাতের বা শংকর জাতের ষাঁড় বাছুর
- সুস্থ ও শারীরিক ত্রুটিমুক্ত (অন্ধ, ঘা, টিউমার, লেজকাটা, লেংড়া, কানকাটা, শিং ভাঙ্গা ইত্যাদি মুক্ত) ও কিছুটা ক্ষীন স্বাস্থ্যের অধিকারী
- বয়স ২-২.৫ বছর এবং কমপক্ষে ২ দাঁত হতে হবে (এ বয়সের গরু দ্রুত বৃদ্ধি পায়)
- কপাল প্রশস্থ, দেহ লম্বা, পিঠ চওড়া এবং সমতল
- পায়ের গিরা ও হাড্ডি মোটা, পাঁজরের হাড় চওড়া এবং বুক প্রশস্থ
- পা খাটো, মোটা ও সুগঠিত গিরা (অস্থি সন্ধি) মাথা খাটো ও মোটা, গলকম্বল বড় এবং ঝুলানো
- গরুর রং কালো ও গাঢ় লাল হলে বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যায়
- চামড়া ঢিলে ঢালা, লোম খাটো এবং শিং খাটো ও মোটা
- নতুন গরুকে রোগ নিরাপত্তার জন্য কমপক্ষে ৫-৭ দিন বাড়ির অন্যান্য গরু থেকে আলাদা রাখতে হবে এবং চাহিদামত খাবার দিয়ে কোন রোগ সংক্রমন হলো কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ষাঁড় ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ষাঁড় ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

দেশী এবং শংকর জাতের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য:

বিষয়	দেশী জাত	শংকর জাত
চুঁট/গজ/কুজ	সাধারনতঃ আছে	সাধারনতঃ নেই
গলকম্বল	সাধারনতঃ ঝুলে থাকে	সাধারনতঃ থাকেনা
চামড়া	ঢিলা,বড় আকার	শক্তভাবে এটে থাকে
শিং	সুচালো শিং	থাকেনা, অথবা খুব ছোট
কান	ঝুলে থাকে	ছোট,দাড়ানো থাকে
শারীরিক বৃদ্ধি	ধীরে বাড়ে	দ্রুত বাড়ে
খাবার গ্রহণ	কম লাগে	বেশী লাগে
গরম সহ্য ক্ষমতা	বেশী	কম
পা ও ক্ষুর	শক্তিশালী	দুর্বল

দেশী এবং শংকর জাতের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য

দেশী জাত

শংকর জাত

১৫

উন্নত জাতের গরু হৃষ্টপুষ্ট করণের উদ্দেশ্য

- শংকর জাতের গরুর শারীরিক বর্ধন দেশি গরুর চেয়ে দ্রুত হয়
- অতিরিক্ত সুষম খাবার দিলে দেশি গরুর চেয়ে তিন-চার গুণ বেশী লাভ পাওয়া যায়
- দারিদ্রতা হ্রাস করণের জন্য যতগুলো লাভজনক কার্যক্রম আছে তার মধ্যে উন্নত জাতের গরু হৃষ্টপুষ্ট করণ পদ্ধতি অন্যতম
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং পারিবারিক শ্রমের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে
- মহিলারাই হৃষ্টপুষ্টকরণে সম্পৃক্ত হতে পারবে

উন্নত জাতের গরু হৃষ্টপুষ্ট করণের উদ্দেশ্য

গরুর ওজন নির্ণয়ের গুরুত্ব এবং করণীয় বিষয়াদি

- কৃমিনাশক ও অন্যান্য ঔষধের মাত্রা ঠিক করার জন্য
- খাবারের পরিমান ঠিক করার জন্য
- মাংসের হিসেব ও সঠিক দাম নির্ধারণ করার জন্য
- বাড়ন্তির হার নির্ণয় করার জন্য
- তবে ওজন মাপের ক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, সামনের দু পা ও পিছনের দু পা যেন সমান থাকে

১. প্রাণীর দৈর্ঘ্য = প্রাণীর লেজের গোড়া থেকে কুঁজ বা চুটের মাঝ বরাবর পর্যন্ত (ইঞ্চি)

২. বুকের বেড় = সামনের ২ পায়ের ঠিক পিছনের দিক বরাবর (ইঞ্চি)

৩. গরুর দৈহিক ওজন (কেজি) = $\frac{\text{লম্বা X বেড় X বেড়}}{৬৬০}$

গরুর ওজন নির্ণয়ের গুরুত্ব এবং করনীয় বিষয়াদি

CDRC
Chars Development Research Centre | RDA

m4c
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

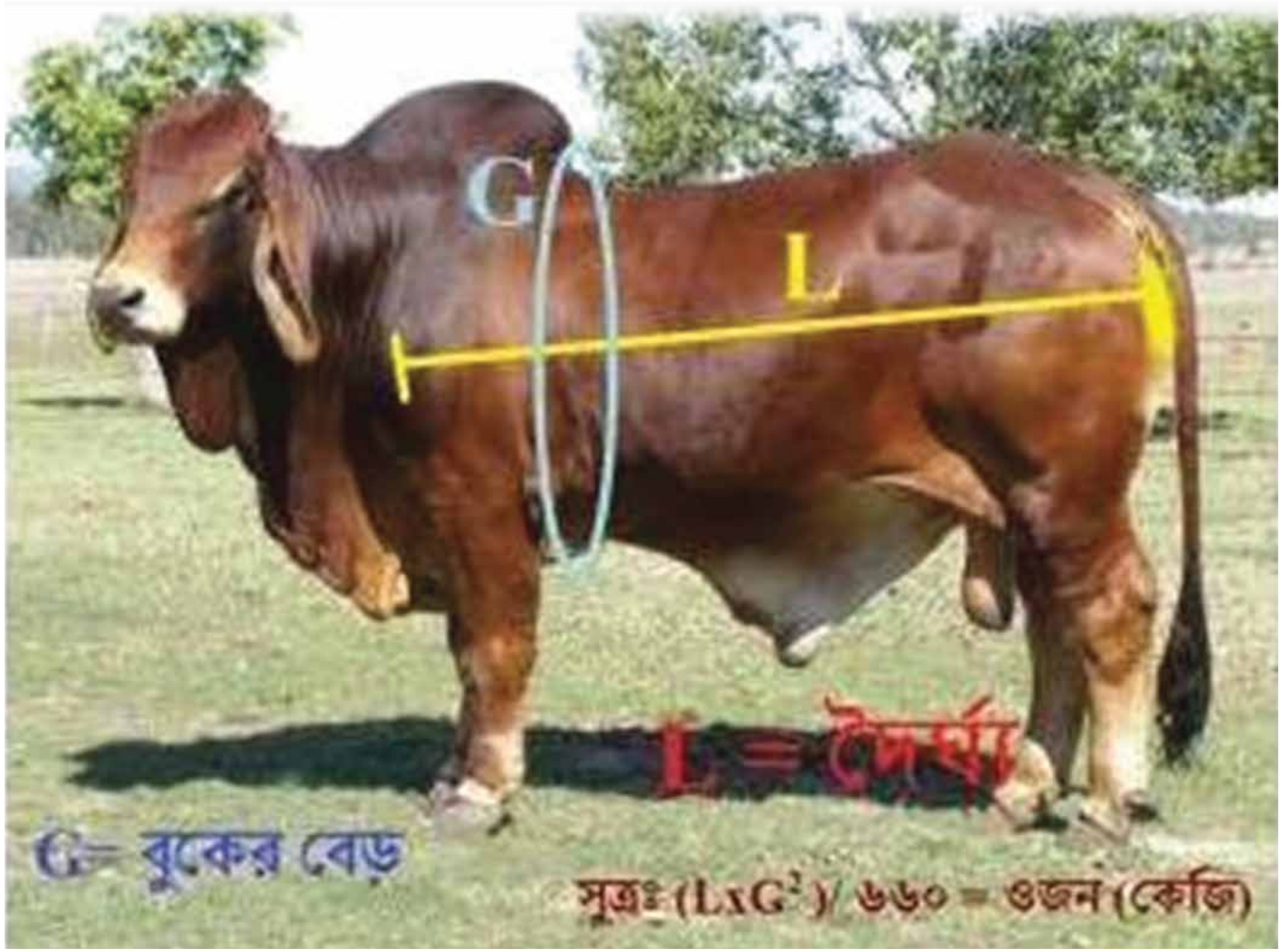

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান

- গরু হৃষ্টপুষ্ট প্রক্রিয়ায় ষাঁড়কে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করতে হয়
- বাসস্থান ও আশপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পানি যাতে গড়িয়ে চলে যায় সেই জন্য বাসস্থান সামান্য ঢালু প্রকৃতির হলে ভাল হয়, যাতে প্রস্রাব-পায়খানা গড়িয়ে পিছনের দিকে ড্রেনের মাধ্যমে সহজেই চলে যেতে পারে
- গরু দাঁড়ানোর সম্মুখে খাবার পানির জন্য ২টি চাড়ি (খাবার ও পানি) রাখতে হবে ঘরের উপরের চালা অল্প খরচে করাই ভাল যেমন ছাউনিতে খড়/ছন/ কাইশা দ্বারা হলে ঘর ঠান্ডা থাকবে এবং শীতকালে কুয়াশার হাত থেকে রক্ষা করবে অথবা ঢেউটিন দেওয়া যেতে পারে
- ঘরের উচ্চতা ৭-১০ ফিট হতে হবে। যাতে ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস পায়, ফলে রোগ জীবাণুর প্রকোপ কম হবে
- ঘর উত্তর-দক্ষিণ মুখী হলে ভালো হয়, ঘরের বেড়া কম খরচে ছন, পাটকাঠি বা বাঁশ দ্বারা করা যায় ঘরের মেঝে ইট বিছিয়ে পাকা বা আধা পাকা হতে হবে

২০

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান

২১

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য কৃমি মুক্তকরণ

- গরু ক্রয়ের পর ওজন অনুযায়ী কৃমিনাশক দিতে হবে
- এনডেক্স, রেনাডেক্স, এন্টিওয়ার্ম জাতীয় ট্যাবলেট প্রতি ৬০ কেজি ওজনের জন্য ১টি দিতে হবে
- সকালে খালি পেটে ট্যাবলট খাওয়াতে হবে
- খেয়াল রাখতে হবে যে, কৃমিনাশক যেন কম ডোজে না হয়
- প্রয়োজনে স্থানীয় সেবাদানকারী ও কোম্পানি প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে হবে

CDRC Chars Development Research Centre | RDA

m4c MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য কৃমি মুক্তকরণ

কলিজা কৃমি আক্রান্ত লিভার

ফিতাকৃমি

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য খাবার ব্যবস্থাপনাঃ

১০০ কেজি ওজনের জন্য:

- উন্নত জাতের ঘাস ৪ - ৫ কেজি
- খড় ১.৫ - ২ কেজি
- দানাদার খাদ্য / রেডিফিড ১.৩ কেজি
- পানি ২৪ ঘন্টা, প্রধান কাজ - হজম

পানির অভাবে গরুর কি হয়?

- খাদ্য গ্রহণের চাহিদা কমে যায়
- শারীরকি আয়তন কমে যায়
- দুধ উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে কমে যায়
- স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে না

বাসস্থান খরচ: ২০%
খাদ্য খরচ: ৮০%

হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য খাবার ব্যবস্থাপনাঃ

খাদ্য

কাঁচা ঘাস + খড় + সুষম/দানাদার খাদ্য + পানি

খাবার ব্যবস্থাপনা ও গরুর ২৪ ঘন্টার কার্যাবলী

গরু মোটাতাজাকরণের জন্য দুই ধরনের খাবারের দরকার:

১. দানাদার খাদ্য যেমন: রেডিফিড, ধানের কুড়া, ডালের ভুষি ইত্যাদি

২. আঁশ জাতীয় খাবার: খড়,ঘাস ইত্যাদি

কম খরচে মোটাতাজাকরণের জন্য নিম্নোক্ত কাজ করা দরকার:

১. স্বল্প মূল্যে কম খরচে খাদ্য দ্বারা রসদ তৈরী/ রেডিফিড খাওয়ানো

২. উৎপাদন মৌসুমে খাদ্য মজুত করা

৩. গরুর প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তালিকা প্রস্তুত করা ও সরবরাহ করা

৪. খাদ্যজনিত রোগ দমন ব্যবস্থা করা

৫. গরুকে নিয়মিত গোসল করানো ও গরুর গোয়ালঘর পরিস্কার রাখা

এক নজরে গরুর খাবার এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা রুটিন		
খাবার	৬ ঘন্টা	সকাল-৩ ঘন্টা বিকাল-৩ ঘন্টা
আরাম ও জাবর কাটা	১০ ঘন্টা	দুপুর ও রাত্রি
ঘুম	৮ ঘন্টা	রাত্রি

খাবার ব্যবস্থাপনা ও গরুর ২৪ ঘন্টার কার্যাবলী

গরুর বিভিন্ন রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

রোগের নাম	টিকাবীজের নাম	প্রয়োগ উপযোগী পশুর বয়স	মাত্রা	প্রয়োগের স্থান	কার্যকাল	মন্তব্য
তড়কা	তড়কা	২ বছরের উপরে	১ এম.এল.	চামড়ার নিচে	১ বৎসর	১ বৎসর পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে
গলাফুলা	এইচ.এস (মহাখালী)	৬ মাস	২ এম.এল.	চামড়ার নিচে	১ বৎসর	১ বৎসর পর পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে
বাদলা	বি.কিউ	৩ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত	৫ এম.এল.	চামড়ার নিচে	৬ মাস	৬ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে
ক্ষুরারোগ	এফ.এম.ডি (মহাখালী)	৪-৬ মাসের উপরে	৬ এম.এল. (বাই ভ্যালেন্ট)	চামড়ার নিচে	৪ মাস	৪ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে
ক্ষুরারোগ	এফ.এম.ডি (কুমিল্লা)	৪-৬ মাসের উপরে	৬ এম.এল. (ট্রাই ভ্যালেন্ট)	চামড়ার নিচে	৪ মাস	প্রথমবার প্রয়োগের ২৮ দিন পর বুষ্টার ডোজ দিতে হবে, ৬ মাস পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হবে

গরুর বিভিন্ন রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

তড়কারোগ

ক্ষুরারোগ

গলাফুলা রোগ

বাদলারোগ

গরু বাজারজাতকরণে অধিক মুনাফা পাওয়ার পদ্ধতি

- ষাঁড়কে শ্যাম্পু ও পরিস্কার পানি দিয়ে ভালভাবে গোসল করাতে হবে
- গরুর শিংয়ে সরিষার তৈল দিতে হবে
- লেজের গোড়ায় চুলের আগা সমান করে কেটে দিতে হবে
- নতুন দড়ি ও নাকানী দিয়ে গরুর হাটে নিতে হবে
- হাঁটে নেওয়ার সময় পরিমানমত কাঁচাঘাস, খড় সাথে নিতে হবে এবং হাঁটে নেওয়ার আগে ক্ষুদের ভাত খাওয়ানো যাবে না
- গরুকে রঙ্গিন কাপড়ের মালা দিয়ে গলা এবং কপাল ঢেকে দিতে হবে
- প্রয়োজনে বেশী আকর্ষন করানোর জন্য গলায় ঘন্টা বেঁধে দেওয়া যেতে পারে
- গরুকে হাটে নেওয়ার সময় নৌকা ও নছিমনে উঠানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন পা, শরীরে ক্ষত না হয়
- গরুকে হাঁটে একটানা দীর্ঘসময় রোদে রাখা যাবে না, প্রয়োজন মত ছাতা দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে

৩০ গরু বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি

৩১ গরু বাজারজাতকরণ

- অধিক লাভে বিক্রয় গরু মোটাতাজাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ বিষয়ে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে নচেৎ প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে না। ফলে প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে না
- তাই যেসব চর হাট বা বাজারে (নাটুয়ারপাড়া, ফুলছড়ি ও যাত্রাপুর) বেশী দাম পাওয়া যায়, সেই সব হাটে গরু গুলোকে বিক্রয় করতে হবে
- আমাদের দেশের ঈদুল আজহার মৌসুমে বিক্রয় করলে এসব গরুর দাম বেশী পাওয়া যায় এছাড়া মাংসের জন্য গরুর সঠিক দাম পাবার জন্য স্থানীয় কসাইয়ের সাথে যোগাযোগ করা
- এছাড়া গরু বাজারজাত করণের পূর্বে চর ও কাইয়েম এর পাইকারদের সাথে যোগাযোগ করে দাম যাচাই করে বিক্রয় করলে অধিক মুনাফা পাওয়া যাবে

৩২ গরু বাজারজাতকরণ

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের ব্যয়-আয়ের হিসাব

১ টি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য প্রযোজ্য (আনুমানিক), ৯০ দিনের জন্য

বিবরণ	ব্যয় (টাকা)
গরু ক্রয়	৪০,০০০
সেড/ ঘর তৈরী	২,০০০
চাড়ি ও ঘরের মেঝে তৈরী	১,০০০
খাদ্য খরচ (দানাদার, অন্যান্য)	৯,০০০
ঔষধ, চিকিৎসা এবং ভ্যাকসিন	১,৫০০
বিক্রয় খরচ	১,০০০
মোট খরচ	৫৪,৫০০
বিক্রয়	৭০,০০০
লাভ	১৫,৫০০

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের ব্যয়-আয়ের হিসাব

মিট মোর

১৮% প্রোটিন এবং ৬৮% টিডিএন সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য যা গরু মোটাতাজাকরণের জন্য আধুনিক মান সম্পন্ন ও উন্নত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ যা খামারীকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নেপিয়ার/ জাম্বু ঘাস চাষ

- চাষ ও বিস্তার ঃ প্রায় সব রকম মাটিতে এ ঘাস চাষ করা যায় তবে বেলে দো-আঁশ উঁচু মাটি সবচেয়ে উপযোগী । জমিতে ৪/৫ টা চাষ এবং মই দিয়ে আগাছামুক্ত করার পর নেপিয়ারের ক্ষেত্রে শিকড়যুক্ত কান্ড রোপন অথবা জাম্বুর ক্ষেত্রে বীজ বপণ করতে হয়
- উন্নত জাতের ঘাসের বীজ ঃ সুইট-জাম্বু- এ্যাডভেনটা-ব্র্যাক ও সিদ্দিক সিডস, গ্রীণ জাম্বু-ইস্পাহানি, জাম্বু স্টার- পারটেক্স এগ্রো লিঃ
- চাষ পদ্ধতি ঃ নেপিয়ার বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে প্রথম বৃষ্টি পড়ার পর জমিতে রোপণ করলে প্রথম বছরেই ৩/৪ বার পর্যন্ত ঘাস কাঁটা যেতে পারে। কাটিং বা কান্ড সহ খন্ডিত ঘাসের গোড়া সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব সাধারণত ২-৩ ফুট, আর এক চারা হতে অন্য চারার দূরত্ব ১.৫ ফুট হবে। এছাড়াও বন্যার পর জাম্বু ঘাসের বীজ লাগাতে,হয় সেজন্য ৩৩ শতাংশে ১ কেজী বীজের প্রয়োজন।
- সার প্রয়োগ এবং পানি সেচ ঃ ভাল ফলন এবং পুষ্টি পেতে হলে জমিতে নিয়মিত সার প্রয়োগ ও পানি সেচের প্রয়োজন। চারা লাগানোর পূর্বে জমি তৈরির সময় বিঘায় (৩৩ শতাংশ) ১৬-১৭ মণ গোবর দিলে ভাল ফলন আশা করা যায়।

৩৬

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নেপিয়ার/ জাম্বু ঘাস চাষ

Chars Development Research Centre | RDA

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নেপিয়ার/ জাম্বু ঘাস চাষ

ঘাস দু'বার কাটার পর বিঘাপ্রতি ১২-১৩ কেজি ইউরিয়া সার জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে অধিক ফলন আশা করা যায়।

- ঘাস কর্তণ ও ফলন ঃ নেপিয়ার ও জাম্বুঘাস জমিতে কাটিং লাগানো বা বীজবপনের ৭০/৮০ দিন পর থেকে গরুকে কেটে খাওয়ানো যায়। পরবর্তী পর্যায়ের ঘাসকাটা ৩/৪ সপ্তাহ পর থেকে গরুকে কেটে খাওয়ানো যায়। প্রথম বৎসরে এ ঘাস ৮/১০ বার কাঁটা যায় এবং কাঁটার সময় ৪/৫ ইঞ্চি পরিমাণ কান্ড ঘাসের গোড়ার সাথে রেখে কাঁটা ভাল

৩৮ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নেপিয়ার/ জাম্বু ঘাস চাষ

৩৯ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নারীদের ভূমিকা

- জেন্ডার কাকে বলে ?

  জেন্ডার হলো সমাজ দ্বারা তৈরি নারী ও পুরুষের পৃথক ভূমিকা, অবস্থান, সম্পর্ক এবং আচরণের সামাজিক নির্মাণ। জেন্ডার বলতে শুধু নারী বা শুধু পুরুষ নয়, বরং উভয়কেই বুঝায়। জেন্ডার এর স্বরপ সমাজ ভেদে ভিন্ন হয় এবং তা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল

  জেন্ডার আলোচনা কেন প্রয়োজন-

১. বৈষম্য দূরীকরণ
২. কাজের মর্যাদা
৩. মানুষ হিসেবে অধিকার অর্জন
৪. সুন্দর ও শান্তিপূর্ন সমাজ গঠন
৫. টেকসই উন্নয়ন

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নারীর ভূমিকা:

১. খাদ্য খাওয়ানো
২. পানি প্রদাণ
৩. গোয়াল ঘর পরিস্কার করা
৪. মাঠ থেকে ঘাস সংগ্রহ করা

৪০

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে নারীদের ভূমিকা

চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতি সফল বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ও এমফোরসি/ পার্টনার এর দায়িত্ব

কার্যাবলী	চুক্তিবদ্ধ গরু ব্যবসায়ী	এমফোরসি/ পার্টনার
ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা ও চূড়ান্ত নির্বাচন	কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা, এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এমফোরসি কে সহায়তা করা	কর্মশালার আয়োজন, বিভিন্ন পার্টনারদের অংশগ্রহণ করানো এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীদের চুড়ান্ত নির্বাচন করা
সমঝোতা স্বারক তৈরী ও সম্পাদন	এমফোরসির সঙ্গে একমত হয়ে সমঝোতা স্বারক তৈরী ও সম্পাদন করা	ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতা স্বারক তৈরী ও সম্পাদন করা
কৃষক নির্বাচন, দল গঠন ও তালিকা তৈরী	চরে বসবাস করে, গরু মোটাতাজাকরণে অভিজ্ঞতা আছে, ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক চাষী পরিবারকে বর্গা চাষী হিসাবে তালিকাভূক্ত করা ও ১০-২৫ জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠন এবং প্রত্যেক দলে একজন দলনেতা নির্বাচন করা	দল তৈরীর জন্য তথ্য-উপাত্ত এবং তালিকা তৈরীতে সহায়তা করা
গরু ক্রয়	রোগমুক্ত, ভালো জাতের আনুমানিক দুই বছর বয়সের ষাঁড় ক্রয় করা	রোগমুক্ত, ভালো জাতের গরুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানানো

চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতি সফল বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ও এমফোরসি/ পার্টনার এর দায়িত্ব

চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতি সফল বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ও এমফোরসি/ পার্টনার এর দায়িত্ব

কার্যাবলী	চুক্তিবদ্ধ গরু ব্যবসায়ী	এমফোরসি/ পার্টনার
গরুর বাসস্থান তৈরী, কৃমিমুক্তকরণ, ভ্যাকসিন, খাবার ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসাসেবা ইত্যাদি	চাষীকে গরু দেওয়ার পূর্বে শেড, চারি, আধা পাকা মেঝে তৈরী করানো, ক্রয়কৃত গরুকে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কৃমির ঔষধ খাওয়ানো, ভ্যাকসিন দেওয়া, দানাদার খাবার ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা	স্থানীয় সেবাপ্রদাণকারী, এসিআই গোদরেজ খাদ্য বিক্রেতা, প্রাণিসম্পদ অফিস, কোম্পানি প্রতিনিধির সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা
প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ফলাফল প্রদর্শন	ব্যবসায়ী নিজে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করবে এবং চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদাণসহ বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং ফলাফল প্রদর্শন ক্যাম্পেনে অংশগ্রহণ করবে এবং চাষীদের পরামর্শ দেবে	ব্যবসায়ী ও চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে, পার্টনারদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ফলাফল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে

চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতি সফল বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ও এমফোরসি/ পার্টনার এর দায়িত্ব

চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতি সফল বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ও এমফোরসি/ পার্টনার এর দায়িত্ব

কার্যাবলী	চুক্তিবদ্ধ গরু ব্যবসায়ী	এমফোরসি/ পার্টনার
মাঠ ফলোআপ ও গরুর ওজন পর্যবেক্ষণ	এমফোরসি কে মাসে কমপক্ষে একবার গরুর ওজন বৃদ্ধি রিপোর্ট করবে	ওজন বৃদ্ধি রিপোর্ট নিবে ও ট্রাকিং করবে
গরু ক্রয়ে ঋন সংযোগ	বিভিন্ন ঋণ প্রদাণকারী সংস্থা থেকে গরু ক্রয়ে ঋণ নিবে ও কৃষকদের ঋন প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে	বিভিন্ন ঋন প্রদানকারী সংস্থাকে ঋন প্রদানের জন্য সংযোগে সহায়তা করবে
গরু বিক্রয় ও পুণরায় ক্রয়	ন্যায্য মূল্যে গরু বিক্রয়ে সহায়তা করবে, উপকরণ (খাবার, কৃমিনাশক, টিকা) বাবদ খরচ বাদ দেবার পর, লভ্যাংশের ৫০% অর্থ বর্গা চাষীকে বুঝে দেবে ও নতুন গরু ক্রয়ে পুনরায় সহায়তা করবে	বড় ক্রেতা/ পাইকারের সঙ্গে সংযোগে সহায়তা ও রিপোর্ট ট্রাকিং করবে

চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতি সফল বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ী ও এমফোরসি/ পার্টনার এর দায়িত্ব

বিশেষ সতর্কতা

- অনৈতিক ও সরকার অননুমোদিত কোন খাদ্য, ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না
- গরুকে টিকা, কৃমিমুক্তকরণ এবং ঔষধ খাওয়ানোর পর প্যাকেট ও সিরিঞ্জ মাটির নীচে পুতে ফেলতে হবে
- অসুস্থ গরু জবাই করা যাবে না এবং সে মাংস বিক্রি ও খাওয়া যাবে না
- মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য,ঔষধ এবং টিকা গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহার করা যাবে না
- ইউনিয়ন পরিষদ বা সরকার কর্তৃক নিদিষ্ট স্থানে গরু জবাই করতে হবে
- গরু মারা যাবার পর মৃত গরুকে মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে

৪৮ সতর্কতা: নির্দিষ্ট স্থানে গরু জবাই করা

কর্মসংস্থান তৈরী ও দ্বন্দ্ব নিরসন

- চর এলাকায় চুক্তিবদ্ধ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ সম্প্রসারণের ফলে অনেক কৃষক ও নারীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে
- চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ীরা কৃষকদের ভালো জাতের ষাঁড় এবং উপকরণ কিনতে উৎসাহিত করবেন এবং নিম্ন মানের উপকরণ কেনা ও ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করবেন
- কৃষকদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে সহায়তা করার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কোন আর্থিক মুনাফা নিবেন না
- চর চুক্তিবদ্ধ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ব্যবসায়ী ও কৃষকদের মধ্যে যদি কোন ধরনের বিবাদ, সন্দেহ বা ভূলবোঝাবোঝির সৃষ্টি হয় তাহলে উভয় পক্ষ একসঙ্গে বসে মিমাংসা করবেন

কর্মসংস্থান তৈরী ও দ্বন্দ্ব নিরসন

৫১ গরু হৃষ্টপুষ্ট করণে আপদ ও দুর্যোগ

আপদ / দুর্যোগ	সমস্যা	সমাধান
রোগ এবং অসুখ	কৃমি, তরকা,বাদলা, ক্ষুরা, গলাফুলা, নিউমোনিয়া, পেটের সমস্যা, অন্যান্য	নিয়মিত কৃমির ঔষধ খাওয়ানো, সিডিউল অনুযায়ী টিকা দেওয়া এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখানো
বন্যা	গরুর বাসস্থান ডুবে যাওয়া, খাদ্যের অভাব, চুরি হওয়া	উঁচু জায়গায় গরু নেওয়া আগে থেকে খাদ্য মজুত করা গ্রামের সবাই মিলে পাহারার ব্যবস্থা করা এবং নিকটস্থ থানাকে জানানো
খরা অতিশীত	খাদ্য সংকট দেখা দেয় বৃদ্ধি থেমে যায় ও নিউমোনিয়া দেখা দেয়	আগে থেকে খাদ্য মজুত করা ঘাস চাষ করা মশারী ও চটের বস্তা দ্বারা ঢেকে রাখা, রাতে শোয়ার জায়গায় ম্যাট, বিচালী ব্যবহার

৫২ গরু হৃষ্টপুষ্ট করণে আপদ/ দুর্যোগ

যা যা শিখলাম :

- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কি ? বাধা এবং সুযোগ সমূহ
- হৃষ্টপুষ্ট করণের জন্য ব্যবসাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা
- চর উপযোগী জাত, বাসস্থান, ষাঁড় ক্রয়ে বিবেচ্য বিষয় সমূহ
- ষাঁড়ের ওজন নিরুপন,কৃমিমুক্তকরন, টিকা প্রদাণ, খাবার এবং রোগ ব্যবস্থাপনা
- গরু বাজারজাতকরণের প্রস্তুতি, ব্যয় আয়ের হিসাব এবং চুক্তির কার্যক্রমে দ্বায়িত্ব ও লাভ
- নেপিয়ার ও জাম্বু ঘাস চাষ প্রণালী
- গরু হৃষ্ঠপুষ্টকরণে নারীর ভূমিকা, আপদ-দূর্যোগ, বিশেষ-সতর্কতা, কর্মসংস্থান তৈরী ও দ্বন্দ্ব নিরসন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

CDRC Chars Development Research Centre | RDA

M4C MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

এমফোরসি প্রকল্প বাস্তবায়নে

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া RURAL DEVELOPMENT ACADEMY, BOGRA

swisscontact

এমফোরসি প্রকল্প অর্থায়নে

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ - সমীর কুমার সরকার, পরিচালক, খামার প্রযুক্তি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, পলী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া